দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 8 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

বাকৃবিতে হলের সিট সংকট নিরসনে ছাত্রী বিক্ষোভ

প্রভোস্ট ও ৪ হাউস টিউটর গভীর রাত পর্যন্ত তালাবদ্ধ

॥ বাকৃবি সংবাদদাতা ॥

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্রীদের দুইটি আবাসিক হলে ব্যাপক উত্তেজনা, মিছিল ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সুলতানা রাজিয়া হলের ছাত্রীরা তাদের হল প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরসহ ৫ জনকে ২ ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। শনিবার রাত ৯টার দিকে সুলতানা রাজিয়া হলে ছাত্রীদের ব্যাপক আবাসন সংকট নিরসনে ছাত্রী ও হল কর্তৃপক্ষের সভা হচ্ছিল। সভায় হল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের দাবি মানতে অপারগতা প্রকাশ করলে ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা ঘটনাস্থলে আসেন এবং দাবি মেনে নিয়ে ছাত্রীদের দাবিনামায় স্বাক্ষর করলে ছাত্রীরা অবরুদ্ধ প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরদের মুক্ত করে দেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রীরা জানান, এ বছর প্রথম বর্ষে ৩২০ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। অথচ ছাত্রীদের ২টি হলে সিট খালি আছে মাত্র একশটি। শনিবার রাতে সুলতানা রাজিয়া হলে (মূল ভবন) ছাত্রীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এম এ সামাদ খান ও ৪ হাউস টিউটরের সাথে ছাত্রীদের আলোচনা চলছিল। আলোচনায় ছাত্রীরা জানান, কোন সিটে ডাবলিং করা যাবে না এবং ব্যায়ামাগার, গ্রন্থাগার ও টিভি রুমে কোন ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা করা যাবে না। ছাত্রীদের এই দাবি মানতে হল প্রভোস্ট (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বাকৃবিতে হলের

(১৬শ পৃঃ পর)

ড. সামাদ অপারগতা প্রকাশ করলে ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং 'আমাদের দাবি মানতে হবে' বলে স্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা হলের মূল ফটকে তালা দিয়ে দেয়। অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন হল প্রভোস্টসহ হাউস টিউটররা। রাত সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. এম হারুন-অর-রশিদ সহকারী প্রক্টরদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকলে ছাত্রীরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এদিকে এই খবর তাপসী রাবেয়া হলে পৌঁছলে তারাও বিক্ষোভ করতে থাকেন। সে সময় তাপসী রাবেয়া হলের মূল গেটে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলে ছাত্রীরা হলের গেট ভেঙ্গে বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় ছাত্রীরা হলের ভিতর ভাঙ্গা চেয়ার, পোস্টার, পুরাতন কাগজ ইত্যাদি জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেন। রাত সোয়া ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক নজরুল হুছান ঘটনাস্থলে আসেন এবং ছাত্রীদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু ছাত্রীরা আরো উত্তেজিত হয়ে স্লোগান দিতে থাকেন ও লিখিতভাবে তাদের দাবি মেনে নেয়ার দাবি করতে থাকেন। রাত পৌনে ১২টায় ছাত্রীরা তাদের দাবিনামা পড়ে শোনায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা, সকল হল প্রভোস্টের পক্ষে অধ্যাপক আবতার হোসেন রানা ও সুলতানা রাজিয়া হলের প্রভোস্ট ড. এম এ সামাদ খান তাদের সকল দাবি মেনে নিয়ে দাবিনামায় স্বাক্ষর করেন। এরপর ছাত্রীরা শান্ত হন এবং হল গেটের তালা খুলে দিয়ে অবরুদ্ধ শিক্ষকদের মুক্ত করে দেন। পরে দুই হলের ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে আনন্দ মিছিল করেন।

ছাত্রীরা জানান, আগামী ৩১ জানুয়ারি নবাগত শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশনের আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রীদের আবাসন নিয়ে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না নিলে আমরা বড় ধরনের আন্দোলনের দিকে এগুব। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি।

এ ব্যাপারে বাকৃবি ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর নজরুল হুসাইন জানান, ৩১ জানুয়ারি নতুন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশনের আগে অবশ্যই ছাত্রীদের বিকল্প ও সুষ্ঠু আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।